আমাদেরকে শির্ক সম্পর্কে কেন জানতে হবে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই আমরা বলব যে, বাঁচতে হলে জানতে হবে। কেননা শিরক হলো সবচেয়ে বড় পাপ ও অপরাধ। এর পরিণতি সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ এবং এর প্রকৃতি পিপিলিকার পায়ের শব্দের চেয়েও অধিক গোপন। মোট কথা এটি অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি ও নিরব ঘাতক। তাই প্রত্যেক মুছলমানের জন্য শির্ক সম্পর্কে অবগত থাকা অত্যাবশ্যক, যাতে সে তা থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তার যাবতীয় 'আক্বীদা-বিশ্বাস, কথাবার্তা, ও কাজ- কর্ম সম্পূর্ণরূপে শির্ক মুক্ত হতে পারে এবং সে সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি, চরম লোকসান ও ধ্বংস থেকে রেহাই পেতে পারে, যে সম্পর্কে আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

অর্থাৎ:- যদি আপনি শির্ক করেন তাহলে আপনার যাবতীয় 'আমল ভস্ম করে দেয়া হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন। (ছুরা আয্যুমার-৬৫)
অন্য আয়াতে আলাহ্ ﷻ অত্যন্ত দ্ব্যর্থ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন:-

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.

অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি আলাহ্র সাথে শির্ক করে, আলাহ্ তাঁর জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তাঁর আবাসস্থল হলো জাহান্নাম এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (ছুরা আল মা-য়িদা-৭২)
এ ছাড়াও শির্ক সম্পর্কে জানার আরো বেশকিছু প্রয়োজন ও কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে যেমন:-
(এক) রাছুল ﷺ যিনি তাঁর নিজের পক্ষ হতে কিছু বলেননি; যা বলেছেন সবই আলাহ্র পক্ষ হতে, তিনি ইরশাদ করেছেন:-

لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين و حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان.

অর্থাৎ:- যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতের বিভিন্ন গোত্র (দল) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতের বিভিন্ন গোত্র মূর্তি ও প্রতিমা পূজা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংগঠিত হবে না। (ছুনানু আবী দাউদ)
রাছুল ﷺ আরো বলেছেন:–

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

অর্থাৎ :-অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পঙ্খানুপঙ্খ অনুসরণ-অনুকরণ করবে, এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে তাহলে তো-মরাও তাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুছলিম)
বাস্তবেও আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। আমরা অহরহ দেখছি যে অনেক মুছলমান তাদের সত্য-সঠিক দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে, আলাহ্ থেকে বিমুখ হয়ে ক্ববর, মাযার ও গায়রুল্লাহ মূখী হয়ে পড়েছে। তারা মৃত ক্ববরবাসীদের উপর আশা- ভরসা পোষণ করে, তাদের কাছে নিজের প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানায়, তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদের নিকট বিপদমুক্তি কামনা করে, তাদের নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভের জন্য তাদের নামে পশু যবেহ করে, বিভিন্ন প্রকার নযর- মানত পেশ করে, ক্ববরের নিকট অবস্থান করে, ক্ববর মুছেহ করে, চুমু দেয়, ক্ববর তাওয়াফ করে, ইত্যাদি আলাহ্র সাথে অংশীদার নির্ধারণমূলক (শিরকি) অনেক রকম কমর্কান্ড করে থাকে।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব কর্ম-কান্ড করার পিছনে মূল কারণ হলো শির্ক সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। তারা জানেনা কি ধরণের কথা-বার্তা বলা, কাজ-কর্ম করা এবং কি ধরণের 'আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করা শির্ক। তাই তারা নির্দ্বিধায় এসব কাজ-কর্ম 'ইবাদত মনে করেই করে থাকে। এ জন্য প্রত্যেক মুছলমানকে শির্ক এবং শির্কের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে জানতে হবে, যাতে সে এসব থেকে বেঁচে থাকতে পারে।
(দুই) 'আক্বীদা (আলাহ্র একত্ববাদের বিশ্বাস) ও দ্বীনে ইছলামের জন্য ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর বিষয়- বস্তু সম্পর্কে অবগত থাকা প্রত্যেক মুছলমানের কর্তব্য, যাতে সে এগুলো থেকে দূরে ও বেঁচে থাকতে পারে। কেননা যদি সে এগুলো সম্পর্কে অবগত না হয়, তাহলে হয়তবা কখনো সে নিজের অজ্ঞাতে বা অজান্তে তাতে নিপতিত হয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায় রাছূলের ﷺ বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এর কথায়। তিনি বলেছেন:-

كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير و كنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه.

অর্থাৎ:- লোকজন রাছূলের ﷺ নিকট ভালো ও কল্যাণকর বিষয়-বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইতেন, আর আমি তাঁকে খারাপ ও অনিষ্টকর বিষয়- বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এই ভয়ে যে, আমি (নিজের অজান্তে বা অজ্ঞতার কারণে) কখন যে তাতে নিপতিত হয়ে যাই। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুছলিম।)
(তিন) তৃতীয় কারণ হলো মুছলমানদের বর্তমান হাল- আবস্থা। কেননা সমগ্র বিশ্বে আপনি এমন একটি ইছলামী দেশ কিংবা রাষ্ট্র (শুধুমাত্র বর্তমান সৌদী 'আরব ব্যতীত। এ দেশটিকে আলাহ্ ﷻ তাঁর নিজ দয়া-গুনে অতঃপর হাক্বানী 'উলামায়ে কেরামের ঐকান্তিক ও বিরামহীন তাওহীদী দা'ওয়াত, তা'লীম ও তারবিয়াতী প্রচেষ্টার ফলে শির্ক ও বিদ'আত থেকে প্রায় মুক্ত রেখেছেন) খুজে পাবেন না, যেখানে মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সৌধ, প্রতিকৃতি, শিঁখা, সুউচ্চ ক্ববর- মাযার, ক্ববর কেন্দ্রিক 'উরুছ-অনুষ্ঠান, পশু ক্বোরবানী, নযর- মানত প্রদান, ক্ববরে গোলাপজল ছিটানো, আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালানো, পুষ্প প্রদান, চাদর বা গিলাফ ঝুলানো, ক্ববরবাসীর নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা, তাদের নিকট বিপদমুক্তি ও সমস্যার সমাধান কামনা করা ইত্যাদি শির্কি কাজ-কর্ম নেই।
এবার আপনি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন- ''যারা আলাহ ব্যতীত মূর্তি, প্রতিমা ও দেব-দেবীকে ডাকে, তাদের 'ইবাদত করে, তাদের নামে নযর-

মানত পেশ করে, তাদের উপর আশা-ভরসা পোষণ করে, তাদের নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাদের নিকট বিপদমুক্তি ও সমস্যার সমাধান কামনা করে আর বলে যে, “আমরা তো তাদের ‘ইবাদত করছি শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আলাহ্‌র অতি নিটবর্তী করে দেবে, এগুলোর ‘ইবাদতের মাধ্যমে আমরা কেবলমাত্র আলাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে চাই, এরা তো শুধুমাত্র আমাদেরকে আলাহ্ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়ার মাধ্যম” তাদের মধ্যে, এবং “যারা মৃত ক্ববরবাসীর নিকট সাহায্য, বিচার, আশ্রয়, বিপদমুক্তি, সমস্যার সমাধান ইত্যাদি কামনা ও প্রার্থনা করে, তাদের নিকট নিজের উপকার বা মঙ্গল সাধন করে দেয়ার এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার বা অনিষ্ট দূর করে দেয়ার আশা পোষণ করে”, এদের উভয়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

আপনার সঠিক বিবেক অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে-‘না’, এ দুয়ের মধ্যে (প্রতিমা পূজারী এবং ক্ববর ও মাযার পূজারীদের মধ্যে) কোন পার্থক্য নেই” । কেননা এরা উভয়েই যা একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা; আলাহ্‌র নিকট কামনা ও প্রার্থনা করা আবশ্যক, তা তারা সৃষ্টির (মাখলূক্বের) নিকট কামনা ও প্রার্থনা করছে । যে ‘ইবাদত একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আলাহ্‌র একক অধিকার ও প্রাপ্য, তা তারা সৃষ্ট বস্তুর প্রতি নিবেদন করছে এবং আলাহ্‌র একক হক্ব ও প্রাপ্যে গায়রুলাহ্‌কে অংশীদার ও শামিল করছে । তাই এসব কারণে আমাদেরকে শির্‌ক সম্পর্কে জানতে হবে । শির্‌কের প্রকৃত রূপ এবং যুগে যুগে এর বিবর্তিত বিভিন্ন রূপ-রহস্য সম্পর্কে অবগত হতে হবে । তারই সাথে সাথে শির্‌কের ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক ও সাবধান করে দিতে হবে ।